দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 02 OCT 1992
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ সংঘর্ষ ঃ ভাংচুর কাঁদানে গ্যাস

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

মুজিববিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর অবস্থানকালে কয়েকটি ছাত্র সংগঠন বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পুলিশের সাথে মুজিববাদী ছাত্র লীগের কর্মীদের ব্যাপক সংঘর্ষ ঘটে। ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও বোমাবাজির ঘটনা নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিশকে কাঁদানে গ্যাস সেল ব্যবহার করতে হয়েছে।

শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রধানমন্ত্রী চলে যাওয়ার পর পরই ছাত্ররা একটি মাইক্রোবাস ভাংচুর করে। ছাত্র সংগঠনগুলো ১০ দফা দাবী বাস্তবায়নের দাবীতে বিক্ষোপ প্রদর্শন করে।

প্রধানমন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার দু'ঘন্টা পূর্ব থেকেই পুলিশ বিশ্ববিদ্যায়ের প্রতিটি প্রবেশ পথ সীল করে দেয়। রিক্সা, মটর সাইকেলসহ কোন ধরনের যানবাহন পুলিশ প্রবেশ করতে দেয়নি। ছাত্র-ছাত্রী ও অন্যান্য লোকদের হেঁটে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে হয়েছে। এর মধ্যেও ৪/৫ জন ছাত্র একত্রে প্রবেশ করার সময় পুলিশের কাছে পরিচয় পত্র দেখাতে হয়েছে। এ নিয়ে নীলক্ষেত মোড়ে ছাত্র ও ছাত্রীদের সাথে কয়েক দফা পুলিশের বচসা হয়।

সংঘর্ষের সূত্রপাত

প্রধানমন্ত্রী বিশ্ববিদ্যায়ে প্রবেশ করার পরপরই জগন্নাথ হল থেকে মুজিব বাদী ছাত্র লীগের কর্মীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্র লীগের সাধারণ সম্পাদক পংকজ নাথের নেতৃত্বে হলের দক্ষিণ পূর্ব গেইট থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলকারীরা ১০ দফা বাস্তবায়ন ও ভিসির পদত্যাগের দাবীতে শ্লোগান দিলে পুলিশ বাধা দেয়। সাথে সাথে মিছিলকারীরা হলের ভেতরে ঢুকে যায়। এরপরই সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে। ছাত্রদের অভিযোগে পুলিশ বিনা উস্কানিতে লাঠিচার্জ ও গ্যাস সেল মেরেছে।

পুলিশ বলছে, সকাল সোয়া ১১টায় হলের ভেতর থেকে বেপরোয়াভাবে ইট পাটকেল নিক্ষোপ শুরু হয়। পুলিশ ও পথচারীদের উপর নির্বিচারে ইট পাটকেল নিক্ষেপের এক পর্যায়ে বিকট শব্দে একটি বোমা বিস্ফোরিত হয়। মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে ৭/৮টি বোমা ফাটে। ইটের আঘাতে পুলিশ সুবেদার আবদুল হালিম রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে। তার মাথা ফেটে যায়। ছাত্ররা মারমুখী হয়ে উঠলে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ৯ রাউণ্ড কাঁদানে গ্যাস সেল নিক্ষেপ করে। আহত পুলিশকে রাজারবাগ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

টিএসসি'র সামনে ভাঙচুর

প্রধানমন্ত্রী দুপুর ১২টা ১২ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চলে যান এরপর ছাত্র লীগ (ম-ই) বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে বিশ্ববিদ্যায়ের বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে সাড়ে ১২টায় টিএসসি'র সামনে আসে। এ সময় বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশনের একটি মাইক্রোবাস (ঢাকা-মেট্রো চ/৮৭২৪) ভাংচুর করলে পুলিশী ধাওয়ায় ছাত্ররা ছত্র ভংগ হয়ে পড়ে। ভাংচুরকালে ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী ৩০৯ জসিম উদ্দিন হলের ছাত্র আবদুল কাদের জিলানীকে হাতে-নাতে পুলিশ গ্রেফতার করে। জিলানীর বাড়ী গোপালগঞ্জে। সে এম এ (ইতিহাস) শেষ বর্ষের ছাত্র। ভাংচুর ঘটনাটি পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সামনেই ঘটে।

ঘটনার পর জিলানীর মুক্তির দাবীতে ছাত্ররা ভিসির বাসা ভবনের সামনে অবস্থান নেয়। তারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। দীর্ঘ সময় অবস্থানের পর পুলিশ কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপে ছাত্ররা সরে যায়।

ব্যতিক্রমধর্মী মিছিল

ছাত্র লীগের (ম-ই) কর্মীরা ক্যাম্পাসে ব্যতিক্রমধর্মী মিছিল বের করে। কালো কাপড়ের টুকরো দিয়ে দু' ঠোঁট বেধে এবং বুকে বিভিন্ন শ্লোগান সম্বলিত পোস্টার এঁটে মিছিল বের করে। কালো কাপড় প্রসঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীরা জানায়, দেশে গণতন্ত্র নেই। গণতন্ত্রের নামে সাবেক সরকারের কায়দায় শাসন চলছে বলেই তার প্রতিবাদ স্বরূপ কালো কাপড়। পোস্টারে ১০ দফা দাবী মেনে নেয়ার শ্লোগান ছিল।

যানবাহন চলাচল শুরু

দুপুর ১২টা ৩৩ মিনিটে পুলিশ একযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি প্রবেশ পথ থেকে ব্যারিকেট সরিয়ে নিলে যানবাহন বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রবেশ করে। ক্যাম্পাস ভরে যায় রিক্সা ও অন্যান্য যানবাহনে।

ছাত্র লীগ (ম-ই)

ছাত্র লীগের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধানমন্ত্রীর আগমনের প্রতিবাদে মিছিল ও সমাবেশ হয়। মিছিলে পুলিশ ন্যক্কারজনকভাবে লাঠিচার্জ, গ্যাস সেল ও গুলীবর্ষণ করে। ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী চত্বরে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে লাঠিচার্জে অর্ধশতাধিক ছাত্র আহত হওয়ার নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে ১০ দফা দাবী বাস্তবায়নের আহবান জানানো হয়। সেই সাথে অপরাধ দুমন অধ্যাদেশ '৯২ সহ সকল-কালাকানুন বাতিল করার দাবী করা হয়েছে।

গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য

গণতান্ত্রিক হাত্র ঐক্য অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে বিক্ষোভ সমাবেশ করে। সমাবেশে ছাত্র সমাজের ১০ দফা প্রশ্নে কোন ঘোষণা না দিয়ে প্রধানমন্ত্রী ক্যাম্পাসে এসে ১০ দফার প্রতি অবজ্ঞা করেছেন বলে উল্লেখ করা হয়। ক্যাম্পাসে পুলিশ-বিডিআর দেয়ার প্রতিবাদে আগামীকাল সকাল ১১টায় ভিসি'র কার্যালয়ের সামনে বিক্ষাভ প্রদর্শন করা হবে।

ছাত্র লীগ (বা-কা)

জাসদ (ইনু) সমর্থিত ছাত্র লীগের সভাপতি রূহুল কুদ্দুস বাবু ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহিল কাইয়ুম এক যুক্ত বিবৃতিতে ১০ দফা দাবী বাস্তবায়নের ঘোষণা না দেয়ায় নিন্দা জানান। পুলিশ-বিডিআর প্রহরায় ক্যাম্পাসে এসে প্রধানমন্ত্রী ছাত্রদের কাছ থেকে আস্থা হারিয়েছেন বলে নেতৃবৃন্দ উল্লেখ করেন।

ছাত্র লীগ ও ছাত্র দল

ছাত্র লীগ (লু-আ) ডাকসু ভবন চত্বরে প্রতীক অনশন কর্মসূচী পালন করে। কর্মসূচী শেষে মধুর ক্যান্টিনের সামনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তারা ১০ দফা দাবী বাস্তবায়ন না করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। জাতীয় ছাত্র দল ১০ দফাকে পাশ কাটানোর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায়। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল (ওবায়েদ সমর্থিত) বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।